

দ্রষ্টব্য: দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রঙ্গের পূর্ণমান জ্ঞাপক। নিচের উল্লেখিত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহ পড়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। প্রতিটি অংশ থেকে কমপক্ষে ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। একই প্রশ্নের উত্তরে সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ দৃষণীয়।

ক অংশ — গদ্য

১. ▶ “শম্ভুনাথবাবু আমাকে বলিলেন, তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কী বল। ... আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইজিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার। আচ্ছা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি। ... স্যাকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই- এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।.. মামা অত্যন্ত মুখ ভার করিয়া বলিলেন, অনুপম, যাও তুমি সভায় গিয়ে বোসো গে। বরযাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শম্ভুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, সে কী কথা। বিবাহের পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া। মূর্তিমতী মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে পারিলাম না।” (অপরিচিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

- ক. ‘সরোদনে’ শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. ‘শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।’ কে কোন প্রসঙ্গে এ উক্তিটি করেছিল? ২
- গ. উদ্দীপকের অনুপমের সাথে দেনাপাওনা গল্পের বরের সাদৃশ্য আছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকের মামা এবং দেনাপাওনা গল্পের রায়বাহাদুর যেন একে অপরের সার্থক প্রতিনিধি’— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

২. ▶ বাংলা ভাষার প্রথম মৌলিক নাটকটির নাম ‘ভদ্রার্জুন’ (১৮৫১), লিখেছিলেন তারাচরণ শিকদার। এটি একটি কমেডি। এ নাটক প্রকাশের কিছুদিন পরে, এ বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম ট্র্যাজেডি ‘কীর্তিবিলাস’ (১৮৫২)। লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত। ভদ্রার্জুন নাটকের কাহিনি নেয়া হয়েছিল মহাভারত থেকে। ‘কীর্তিবিলাস’— এর কাহিনি বেশ জটিল। পাঁচটি অঙ্কে নাট্যকার এক বেদনাঘন কাহিনি পরিবেশন করেছেন।

- ক. ‘চন্দ্রশেখর’ কার লেখা? ১
- খ. মধ্যযুগে রচিত মঙ্গলকাব্যের প্রধান উপজীব্য গল্প বা কাহিনি হলেও এদের উপন্যাস না বলে কাব্য বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে সাহিত্যের অন্যতম শাখা নাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। ৩
- ঘ. ‘উদ্দীপকে বর্ণিত দিকটিই সাহিত্যের একমাত্র দিক নয় বরং এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত।’ মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩.► সৈনিক দুজন বুড়ির বারান্দায় ওঠার সময় পায় না। পা সিঁড়িতে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ি রইসকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দেয়। সৈনিক চারজন কলরব করে ওঠে। সৈনিক কজন তাদের নিজস্ব ভাষায় বুড়িকে ধন্যবাদ জানায়। দেশের জন্যে সত্যিকার কাজ করেছে বলে পুরস্কার দেয়ার কথাও বলে। ... আপনার জন্যে বেঁচে গেলাম চাচী। ওরা বুড়ির পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। দ্রুত বাইরে এসে মৃত রইসকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। ওদের কোরবান চাচার কাছে সব শুনে বধির হয়ে যায় ওদের অনুভূতি। বুড়িকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। আপনার একটি মাত্র ছেলে। আমাদের জন্যে এ আপনি কী করলেন? তাদের যে লড়তে হবে। তবু ওদের কান্না থামে না। বুড়ি ওদের হাত দিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে পানি বেমানান।

- ক. ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কী বার ছিল? ১
 খ. 'নিয়াজীর আত্মসমর্পণ আনন্দের কিন্তু শরীফের কুলখানি বেদনার।' কেন? ২
 গ. উদ্দীপকের বুড়ির ভাবনা 'একাত্তরের দিনগুলি'র কোন দিককে উন্মোচিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
 ঘ. উদ্দীপকের অনুভব 'একাত্তরের দিনগুলি'র সমগ্র অনুভবকে ধারণ করে কি? মূল্যায়ন কর। ৪

খ অংশ — পদ্য

৪.► বাংলা ভাষার হাজার বছরের মাধুরী, রূপালি নদীবিধৌত বাংলাদেশের প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য-স্নিগ্ধ অজস্র পল্লি এবং কুরআন-পুরাণ-পালাপার্বণের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা ঐতিহ্যময় জনজীবনে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করা হয়েছিল। অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, নির্যাতনে তারা ছারখার করেছে গ্রামবাংলা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্তু জীবন, মৃত্যুর আর্তনাদ, নির্যাতনের যন্ত্রণা সত্ত্বেও বাঙালিকে দমাতে পারেনি তারা, পারেনি তার সত্যকে বিভক্ত করতে। ফলে ধ্বংস মৃত্যু আর্তনাদের ভেতর দিয়ে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল অনন্ত অক্ষয়মূর্তি।

- ক. 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতায় কয়টি নদীর উল্লেখ আছে? ১
 খ. অ আ ক খ বর্ণমালা পথে পথে বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ২
 গ. উদ্দীপকের অনুভব 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার অনুভবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের ভাবনা 'সাহসী জননী বাংলা' কবিতার সামগ্রিক পরিচয় নয়-
মূল্যায়ন কর। ৪

৫. ▶ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।
কোন বনেতে ওঠেরে চাঁদ এমন হাসি হেসে
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।

- ক. শেষের কবিতা কী ধরনের রচনা? ১
খ. এ পৃথিবীতে কবি অমর আলয় রচনা করতে চান কেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রতিফলিত অনুভূতি 'প্রাণ' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রতিফলিত ভাবটি 'প্রাণ' কবিতার সমগ্র ভাবকে ধারণ করে
কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. ▶ "খোদা বলবেন, হে আদম সন্তান,
আমি চেয়েছিলাম ক্ষুধার অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে, তুমি জগতের প্রভু,
আমরা তোমাকে কেমনে খাওয়াব, সে কাজ কি হয় কভু?
বলিবেন খোদা, ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে পারে।"

- ক. গজনি মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? ১
খ. হেসে তাই কুটি কুটি— কে? কেন? ২
গ. উদ্দীপকের অনুভব 'মানুষ' কবিতার অনুভবের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ —
ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ভাবনা-ই 'মানুষ' কবিতার সামগ্রিক রূপ নয়। — তোমার
মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

গ অংশ — সহপাঠ

৭. ▶ হুমায়ূন আহমেদের 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসে বদি মুক্তিযোদ্ধা
কমান্ডার। বদি ঢাকাকে মুক্ত করার জন্য গেরিলা বাহিনীকে সংগঠিত করে।
দেশ বিপর্যস্ত বলে সাধারণ পরিবারের সদস্যরা পরিবারকে জানিয়ে কিংবা না
জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যায়। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশা এবং তাদের পরিবারের
প্রত্যাশা ছিল দেশ যেন তাড়াতাড়ি শত্রুমুক্ত হয়।

- ক. বুদ্ধা ফুলকলিকে নিয়ে কোথায় যায়? ১

- খ. গাঁয়ের অনেক মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে থাকে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের বদি কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে— তা তুলে ধর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? যুক্তিসহ প্রমাণ কর। ৪

৮. ► সুয়াপুর গ্রামে রহমান সাহেব তার ছয় ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকেন। সামান্য চাকরি করে যা পান তা দিয়েই সংসার চালান। সম্প্রতি তিনি এক পীরের মুরিদ হয়েছেন। অভাবের সংসারে নতুন সংকট শুরু হয় তখন থেকেই। প্রায়ই তিনি পীর সাহেবকে দাঁওয়াত করেন। দুই-তিন দিন রেখে দেন, নিজেও সারাক্ষণ পীর সাহেবের পায়ে কাছ বসে থাকেন। পীরের কাছ থেকে নিয়ে ছেলে-মেয়েদের পানি পড়া খাওয়ান। বেতনের অধিকাংশ টাকাই ব্যয় হয়ে যায় পীরের খাতির-খেদমতের পিছনে। ফলাফল মাস শেষে ছেলে-মেয়ে নিয়ে এক প্রকার অনাহারেই দিন কাটছে রহমান সাহেবের।

- ক. কার ঘাড়ে শয়তান চেপেছে কে জানে।— উক্তিটি কার? ১
- খ. আমার পায়ে তলা থেকেও যেন মাটি সরে যাচ্ছে।— কে কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রহমান সাহেবের কার্যক্রম 'বহিপীর' নাটকে প্রতিফলিত সমাজের কোন চিত্রকে ইঙ্গিত করে তা তুলে ধর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের কথিত পীর 'বহিপীর' নাটকের বহিপীরের মতই ধর্ম ব্যবসায়ী— মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৯. ► অভাবের তাড়নায় সংসারে পাঁচ মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে দিশাহারা হাসিবুল। সুযোগ বুঝে মহাজন সানু মিঞা হাসিবুলের বাড়িতে তার বড় মেয়েকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। হাসিবুল এ ব্যাপারে রাজি হলেও তার স্ত্রী প্রতিবাদ করে এবং বলে প্রয়োজনে সে নিজে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাজ করে মেয়েদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করবে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর অনুরোধে হাসিবুল তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে।

- ক. বহিপীর কত সালে প্রকাশিত হয়? ১
- খ. শুনাই আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে।— কে কোন প্রসঙ্গে এ উক্তি করেছে? ২
- গ. উদ্দীপকের হাসিবুলের মানসিকতার সাথে 'বহিপীর' নাটকের হাতেম আলির মানসিকতার তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য আলোচনা কর। ৩
- ঘ. প্রতিবাদের প্রতীক চরিত্র হিসেবে উদ্দীপকের হাসিবুলের স্ত্রী ও 'বহিপীর' নাটকের তাহেরার মূল্যায়ন কর। ৪

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসমূহিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট করে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১. 'কুটম' কোন ভাষার শব্দ ছিল?

- ক) তামিল-মাদ্রাজি খ) তামিল-পাঞ্জাবি
গ) তামিল-মলয়ালি ঘ) তামিল-উড়িয়া

২. 'রাজপুত-জীবনসন্ধ্যা' কার রচনা?

- ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) হুমায়ুন আজাদ
ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত

৩. জাহানারা ইমাম রচিত গ্রন্থ হলো—

- i. আরেক ফাল্গুন
ii. প্রবাসের দিনগুলি
iii. বকুলপুরের স্বাধীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড়, বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ এ উৎসবকে প্রাণে ধারণ করেছে। বাঙালি গৃহিণীরাও আমানিসহ নানা ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের প্রথম দিনটি উদ্‌যাপন করে থাকে। তবে আধুনিক সময়ে পয়লা বৈশাখকে ঘিরে উচ্চবিত্তের উন্মাদনা এর মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে। তাদের সেইসব নতুন মাত্রার আয়োজনগুলোতে প্রাণখুলে অংশগ্রহণ করতে পারছে না সবাই।

৪. উপর্যুক্ত উদ্দীপক থেকে 'পয়লা বৈশাখ' প্রবন্ধ অনুযায়ী বলা যায়—

- i. নববর্ষের অনুষ্ঠান সার্বজনীন
ii. পয়লা বৈশাখ বাঙালির অন্যতম জাতীয় উৎসব
iii. পয়লা বৈশাখ পুরোপুরি গ্রামকেন্দ্রিক

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. পয়লা বৈশাখের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। প্রবন্ধ অনুযায়ী এর কারণ—

- ক) সব সম্প্রদায়ের মানুষ উৎসবে অংশ নিচ্ছে
খ) পয়লা বৈশাখ শহরকেন্দ্রিক হয়েছে
গ) পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে
ঘ) বৃহত্তর জনজীবনের সাথে সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে না

৬. 'গজাষ্টক' কার রচনা?

- ক) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
খ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী
গ) ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৭. 'আর কি হে হবে দেখা? যত দিন যাবে'— এখানে কবি মনের কোন অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে?

- ক) অনুরাগ খ) বিরাগ
গ) বেদনা ঘ) সংশয়

৮. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ হলো—

- i. ছায়াময়ী
ii. নাগকেশর
iii. হোমশিখা

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯. কার প্রকৃত নাম প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়?

- ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
গ) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

১০. মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে কোন দিকে লক্ষ রেখে?

- ক) বৃন্দ্রির স্বাধীনতা
খ) অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাধীনতা
গ) চিন্তার স্বাধীনতা
ঘ) আত্মিক মুক্তির স্বাধীনতা

১১. বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশিকে কী বলা হয়?

- ক) প্রলয়-শিঞ্জা খ) বেদন-বাঁশি
গ) প্রলয়-রেণু ঘ) বোধন-বাঁশি

১২. 'একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়ের'— কোন রচনার অংশবিশেষ?

- ক) সেইদিন এই মাঠ খ) পালামৌ
গ) জীবন সঞ্জীত ঘ) নিমগাছ

১৩. 'মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া—'

- ক) গীত খ) সংগীত
গ) অমর-আলয় ঘ) হাসি-অশ্রুময়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

"মামির স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গহের মতো প্রতিভাত হইতেছে, এইটে ফটিকের মনে সবচেয়ে বাজিত। মামি যদি দৈবাৎ তাহাকে কোনো একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যিক তার চেয়ে বেশি কাজ করিয়া ফেলিত— অবশেষে মামি যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন, 'ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে।'... ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।"

১৪. উদ্দীপকের ফটিক 'অন্ধবধু' কবিতার কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

- ক) ঠাকুরঝি খ) দাদা
গ) অন্ধবধু ঘ) কোকিল

১৫. এরূপ প্রতিনিধিত্বের কারণ কী?

- i. মুখরতা
ii. মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

